যীশুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ

(Personal Encounter with Jesus)

লূক ৫ অধ্যায় ১-১১ পদ

লূক ৪ অধ্যায়ে নাসরতের সমাজগৃহে যীশু যিশাইয় ৬১:১-২ পদ পাঠ করেছেন এবং সেই ভাবাবাণীর পূর্ণতার কথা ঘোষণা করার দ্বারা তিনি নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত মশীহ বলে মানুষের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এখন আগত মশীহের যুগকে বর্ণনা করতে গিয়ে যিশাইয় ভাববাদী এমন কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, *"তখন অন্ধদের চোখ খোলা যাবে, আর বধিরদের কান মুক্ত হবে। খোঁড়া হরিণের মতো লাফ দেবে, ও গোঙ্গাদের জিহ্বা আনন্দ গান করবে . . ."* (যিশাইয় ৩৫:৫)। সেই ঘোষণার সত্যতার পক্ষে যীশু একের পর এক কাজের মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শন করে চলেছেন। এর আগে ৪ অধ্যায়ে, কফরনাহূমের সমাজগৃহে ভূতগ্রস্তকে সুস্থ করে, পিতরের অসুস্থ শাশুড়ীকে সুস্থ করে এবং সেই নগরের নানা রোগে রোগিদের সুস্থ করে যীশু সেই ক্ষমতার বাহ্যিক প্রকাশ করেছেন। ৫ অধ্যায়েও, আমরা সেই ক্ষমতার ক্রমশ প্রকাশ দেখতে চলেছি। ৫:১-১১ পদে, আমরা প্রকৃতির উপরও তাঁর ক্ষমতাকে দেখতে চলেছি, যেখানে তিনি গালীল সাগরের মাছদের নিজের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করছেন, এবং তা দেখে, তাঁর শিষ্যরা তাঁকে অদ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে স্বীকার করেছেন ও তাঁকে অনুসরণ করেছেন। হ্যাঁ, এই ঘটনার দ্বারা একদিকে যেমন মশীহ হিসাবে প্রকৃতির উপর তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে; অন্যদিকে, আগামী দিনে তাঁর সুসমাচার পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য তাঁর শিষ্যদের সমস্ত ত্যাগ করে তাঁকে অনুসরণ করার কথাও প্রকাশ পেয়েছে।

লূক ৫:১-১১ পদে, যীশুর কথায় জালে বিস্তর মাছ ওঠার যে ঘটনার কথা লূক বর্ণনা করেছেন, তা কখন ঘটেছিল, সে বিষয়ে লূক কোনও উল্লেখ করেননি। কিন্তু অন্যান্য সুসমাচার থেকে আমরা যে সমস্ত তথ্য পাই, তাদের ভিত্তি করে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, এই ঘটনা তাঁর গালীল প্রদেশে পরিচর্যার প্রথম দিকে ঘটেছিল, কিন্তু যীশুর সঙ্গে পিতর, আন্দ্রিয় ও অন্যান্য শিষ্যদের প্রথম সাক্ষাতের প্রায় ১ বৎসর পরের ঘটনা। যোহন ১:৩৫-৫২ পদে, আমরা যীশুর সঙ্গে অন্দ্রিয়, যোহন এবং পরে পিতর, ফিলিপ ও নথনেলের প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা দেখতে পাই। এই সময় তারা যীশু যে সেই প্রতিজ্ঞাত মশীহ, তা জেনেছিল, কিন্তু তখনও তারা শিষ্য হিসাবে যীশুর অনুসরণ করেনি। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে যীশুর সঙ্গে তাদের ধারাবাহিক যোগাযোগ ছিল। এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পর যীশু যখন তাঁর গালীল পরিচর্যা শুরু করেন, তখন তিনি পিতর ও অন্যান্যদের তাঁর শিষ্য হিসাবে আহ্বান করেন ও তাদের এমন কথা বলেন, *"আমার পশ্চাৎ এস, আমি তোমাদের মনুষ্যধারী করব"* (মথি ৪:১৮-২২;মার্ক ১:১৬-২০)। শিষ্য হিসাবে তাদের আহ্বানের কিছুকাল পরে লূক ৫:১-১১ পদের ঘটনা ঘটেছিল। আর এর থেকে পরিষ্কার যে, যীশুর দ্বারা প্রথম আহ্বানে আহূত হয়ে, যদিও তারা যীশুকে অনুসরণ করেছিল, তথাপি তারা সম্পূর্ণ ভাবে কিংবা নিঃশর্ত ভাবে তখনও যীশুকে অনুসরণ করেনি। তারা তখনও তাদের মাছ ধরার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু সেই সমস্ত মৎসজীবী যখন নিজেদের চোখে যীশুর কথায় বিস্তর মাছ ধরা পড়তে দেখল, তখন কিন্তু তারা তাদের সমস্ত পিছুটানকে অতিক্রম করে, সমস্ত ত্যাগ করে যীশুকে অনুসরণ করল (১১ পদ)। আসুন, আমরা সেদিনের সেই ঘটনাকে কাছ থেকে দেখতে চেষ্টা করি।

১। গালীল সাগরের তীরে যীশুর সুসমাচার প্রচার (১-৩): যীশু পিতার ইচ্ছানুসারে পাপী আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করতে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এসেছেন। পৃথিবীতে তাঁর এই আগমনের কথা তিনি তাঁর কথা (প্রচার) এবং কাজের দ্বারা মানুষদের জানাচ্ছেন। তাঁর এই পার্থিব পরিচর্যা তাঁর মনোনীত পাপীদের পরিবর্তে তাঁর নিজের মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের দ্বারা পূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু তাঁর এই কাজ ও প্রচার কেবল তাঁর সময়কার মানুষদের জন্য নয়, তা সমস্ত যুগের সমস্ত দেশের মানুষের জন্য। আর তাই, সে কথা সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আর তাই

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তিনি যখন দৈহিক ভাবে পৃথিবীতে থাকবেন না (অর্থাৎ স্বর্গে ফিরে যাবেন), তখন তাঁর কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তিনি একদল মানুষকে তাঁর শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে চলেছেন। আমরা যখন যীশুর এই কৌশলকে উপলব্ধি করি, তখন আমাদেরও দায়িত্ব, যীশুর সুসমাচার আরও অনেক মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে, বিশ্বাসীদের যীশুর শিষ্য হিসাবে সংগ্রহ করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া ও নিয়োগ করা।

লূক ১:১ পদে বলা হয়েছে, *"একদা যখন লোকেরা তাঁর উপর চাপাচাপি করে পড়ে ঈশ্বরের বাক্য শুনছিল, তখন তিনি গিনেষরৎ হ্রদের কুলে দাঁড়িয়েছিলেন . . .।"* এর আগে ৪:৪৪ পদে আমাদের বলা হয়েছিল যে, কেবল কফরনাহূম নগরে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে, যীশু গালীলের নানা সমাজগৃহে প্রচার করতে শুরু করছিলেন। ফলস্বরূপ, ঐ প্রদেশের অসংখ্য মানুষ যীশুর পরিচয় পেয়েছে। আর তাই কেবল অন্যের মুখে শুনে নয়, নিজের চোখে তাঁকে দেখতে অস্যখ্য মানুষ তাঁর চারপাশে ভিড় করতে শুরু করেছে। এত মানুষ তাঁর কাছে কেন এসেছে? লূক ১:১ পদানুসারে, তারা *ঈশ্বরের বাক্য শুনতে* যীশুর কাছে এসেছে। এ কথা সত্য যে, যীশু যখন ৫টা রুটি ও ২টো মাছ দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে খাইয়েছিলেন, তখন সেই ঘটনার পর থেকে অনেক মানুষ যীশুর কাছে আসতে শুরু করেছিল। বাধ্য হয়ে যীশু এমন কথা বলেছিলেন, *"তোমরা চিহ্ন-কাজ দেখেছ বলে আমার অন্বেষণ করছ, তা নয়; কিন্তু সেই রুটি খেয়েছিলে ও তৃপ্ত হয়েছিলে বলে"* (যোহন ৬:২৬)। কিন্তু তার মানে সমস্ত মানুষই যে কেবল খাবার লোভে তাঁর কাছে আসত, তা নয়। জাগতিক বা দৈহিক প্রয়োজনের পূর্ণতা কিছু কালের জন্য মানুষদের আকর্ষিত করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ক্রমশ ধারাবাহিক ভাবে মানুষদের আকর্ষিক করে থাকে। মানুষ আমাদের প্রত্যেককে এমন আভ্যন্তরীণ ক্ষুধা দিয়ে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন যে, সেই ক্ষুধা কেবল তাঁর বাক্য ও আত্মাই পূর্ণ করতে পারে। তাই মণ্ডলীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা প্রকল্প থাকতে পারে, যার দ্বারা মানুষদের আকর্ষিত করা সম্ভব; কিন্তু তাদের প্রকৃত আত্মিক ক্ষুধা কেবল ঈশ্বরের বাক্যই পূর্ণ করতে পারে। প্রভুর যে আত্মা ঈশ্বরের বাক্যকে বিভিন্ন ভাববাদী ও প্রেরিত-শিষ্যদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করেছেন, সেই আত্মাই মানুষ-শিক্ষকদের দ্বারা ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিয়ে থাকেন ও মানুষদের পরিবর্তিত করে থাকেন। তাই, আমাদের মণ্ডলীতে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার, শিক্ষাদান, অধ্যয়ন, মুখস্থকরণ, আলোচনাকে এতো জোর দেওয়া হয়; কারণ ঈশ্বরের বাক্য সত্যস্বরূপ (যোহন ১৭:১৭), সেই বাক্যই মানুষদের যীশুর কাছে আনে, ও তাদের পরিবর্তিত করে।

এখন যীশু যখন গিনেষরৎ হ্রদ, তথা গালীল সাগর (মথি ৪:১৮; মার্ক ১:১৬) বা তিবিরিয়া সমুদ্রের (যোহন ৬:১; ২১:১) তীরে দাঁড়িয়ে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন ঈশ্বরের বাক্য শুনতে আগ্রহী মানুষের ভিড় তাঁর উপর চাপাচাপি করে পড়ছিল। এমন পরিস্থিতিতে লোকদের কাছে প্রচার করা, তাদের সকলের কানে কথা পৌঁছে দেওয়া কত কঠিন, তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। আর তাই, এমন পরিস্থিতিতে যীশু তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিকে ব্যবহার করে, সমস্ত মানুষের কাছে তাঁর কথা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন। ২ পদে বলা হয়েছে, *"আর তিনি দেখলেন, হ্রদের ধারে দুইখানি নৌকা আছে, কিন্তু ধীবরেরা নৌকা থেকে নেমে গিয়ে জাল ধুচ্ছে।"* গালীল হ্রদ থেকে যারা মাছ ধরত, তারা সাধারণত রাতেই মাছ ধরত। কারণ, রাতের দিকে মাছরা জলের উপরের দিকে উঠে আসত। এই সমস্ত ধীবরেরা সারা রাত ধরে মাছ ধরতে চেষ্টা করেছে। ৫ পদে পিতরের কথানুসারে, তারা সারা রাত ধরে মাছ ধরতে পরিশ্রম করেছে, যদিও কোনও মাছই তারা ধরতে পারেনি। কিন্তু পরের দিনের জন্য মাছ ধরতে তাদের প্রস্তুত হবার প্রয়োজন, তাই সকালে তাদের কাজ হল, জাল পরিষ্কার করা, অর্থাৎ খরকূটা বেছে বাদ দেওয়া, ছেঁড়া জাল সেলাই করা ও জালকে সূর্যের তাপে শুকনো করা। একজন দোকানী যেমন দিনের শেষে তার দোকানে ঝাঁপ ফেলে, ব্যবসা গুটায়; ঠিক তেমনই সেই ধীবরেরা রাতের শেষে সকালে কাজ শেষ করে ক্লান্ত শ্রান্ত।

এখন যীশু যখন দেখলেন যে, তীরে বাঁধা তাদের নৌকা দুটি কোনও কাজে লাগছে না, তখন তিনি তাদের একটিকে তাঁর প্রচার কাজে ব্যবহারের কথা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

চিন্তা করলেন। ৩ পদে বলা হয়েছে, *"তাতে তিনি ঐ দুইয়ের মধ্যে একটিতে, শিমোনের নৌকাতে, উঠে স্থল থেকে একটু দূরে যেতে তাকে বিনতি করলেন; আর তিনি নৌকায় বসে লোকদের উপদেশ দিতে লাগলেন।"* সেই সময় যীশুর কাছে কোনও সাউন্ড সিস্টেম ছিল না, তাই এতো মানুষের কাছে তাঁর কথা পৌঁছে দেওয়া খুব কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু যীশু তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিকে ব্যবহার করে, পরিবেশকে নিজের কাজে ব্যবহার করলেন। পিতরের নৌকায় উঠে তিনি ডাঙ্গা থেকে একটি দূরে যেতে পিতরকে অনুরোধ করলেন। ফলস্বরূপ, সমস্ত মানুষ নৌকায় বসে থাকা যীশুকে দেখতে পেল, আর তাদের যীশুর উপর চাপাচাপি করে পড়ার প্রয়োজন হল না। কেবল তা-ই নয়, জল হল শব্দের উত্তম বাহক, তাই যীশুর কথাও তারা স্পষ্ঠ শুনতে পেল। ফলস্বরূপ, সেই স্থানটি অ্যাম্পিথিয়েটারের আকার নিল। এর পূর্বে পিতরের সঙ্গে যীশুর পরিচয় থাকায়, পিতরও যীশুর এই অনুরোধ ফেলতে পারেনি। যীশু তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করলেন।

২। বিস্তর মাছ ধরা পড়ল (৪-৭): সেদিন যীশু সেই সমস্ত লোকের কাছে কী প্রচার করেছিলেন, সে বিষয়ে লূক কোনও উল্লেখ করেনি। কিন্তু তাঁর প্রচার শেষে যে ঘটনা ঘটেছিল, তার কথাই লূক আমাদের জানিয়েছে। ৪ পদে বলা হয়েছে, *"পরে কথা শেষ করে তিনি শিমোনকে বললেন, তুমি গভীর জলে নৌকা নিয়ে চল, আর তোমরা মাছ ধরবার জন্য তোমাদের জাল ফেল।"* তখন শিমোন যীশুকে বলল, *"হে নাথ, আমরা সমস্ত রাত পরিশ্রম করে কিছুমাত্র পাইনি, কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলব"* (৫ পদ)। একটু আগে আমরা দেখেছি যে, গালীল সাগরে মাছ ধরার জন্য সবথেকে উপযুক্ত সময় হল রাত, আর সেই রাতে তারা তাদের সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করেও কিছু পায়নি। কিন্তু সকালে যখন সূর্যের আলো জলের উপরের অংশের দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তখন মাছেরা একেবারে নিচে চলে যায়, তাই তখন মাছদের ধরা প্রায় অসম্ভব ব্যপার। কেবল তা-ই নয়, তারা সবেমাত্র জাল পরিষ্কার করেছে, ও জাল শুকিয়েছে। এখন যদি তারা মাছ ধরতে জাল ফেলে, তাহলে তাদের চিন্তায়, তারা কোনও মাছ ধরতে পারবে না, কেবল তাই নয়, পুনরায় তাদের জাল পরিষ্কার ও শুকনো করতে হবে। অর্থাৎ, এই সমস্ত ধীবরের চিন্তায় এখন জাল ফেলাটা হবে, সম্পূর্ণ বোকার কাজ, বেগার খাটনি। কেবল তা-ই নয়, সারা রাত পরিশ্রমের পর পিতর ও তার সঙ্গীরা এখন যথেষ্ট ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত; এখন তাদের বিশ্রাম নেবার সময়।

অন্যদিকে, কে তাদের জাল ফেলতে বলেছে? যীশু, তিনি মাছ ধরার বিষয় কী জানেন? তিনি তো একজন ছুতোর মিস্ত্রী, কিংবা একজন ভ্রাম্যমান প্রচারক। তিনি তো মৎসজীবী নন, এই জীবিকা সম্বন্ধে যীশুর থেকে পিতরের অনেক বেশি জ্ঞান। কারণ, সেই সময় বংশ-পরম্পরায় একই জীবিকার কাজ করা হত। তার অর্থ, পিতর এবং তার পিতা বা ঠাকুরদা সবাই মৎসজীবি। আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধে পিতর যীশুর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারে; কিন্তু মাছ ধরার বিষয়ও কি পিতরকে যীশুর কথানুসারে কাজ করতে হবে? আমরাও পিতরের ন্যায় একই চিন্তা করে থাকি, আমরা যে সমস্ত বিষযে যথেষ্ট দক্ষ, সেই সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বর যখন আমাদের তাঁতে বিশ্বাস করতে বলেন, তখন আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বিপরীতে তাঁতে আস্থা রাখা খুবই কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু যা আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন, যা মেনে নেওয়া কঠিন, এমন কাজ ঈশ্বর আমাদের করতে বলেন, তার দ্বারা তিনি আমাদের কাছে যে সত্য উপস্থিত করেন, তা হল, তিনি ঈশ্বর, তিনি সার্বভৌম, তিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সমস্ত বিষয়ের নিয়ন্ত্রণকর্তা। এখন, পিতর কী করবে? নিজের জ্ঞান তথা অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে যীশুর অনুরোধকে তুচ্ছ করবে, না কি, যীশুর কথা মতো কাজ করবে? পিতরের কথা, *"কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলব।"* পিতরের এই কথায় স্পষ্ট যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে যীশুর কথা মতো কাজ করতে চলেছে। যেহেতু, যীশুর সঙ্গে তার ১ বৎসরেরও অধিক পরিচয়, যীশু তার শাশুড়ীকে সুস্থও করেছেন, যীশুর প্রচার তাকে মুগ্ধ করেছে; সেইহেতু, যীশুর মান-সম্মানের কথা চিন্তা করে সে জাল ফেলবে। যদিও সে মনে মনে জানে যে, তা হবে মস্ত বোকার কাজ, বেগার খাটনি।

কিন্তু ৬-৭ পদে আমরা দেখতে পাই, পিতরের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সমস্ত জ্ঞান ও এতো বৎসরের অভিজ্ঞতাকে নস্যাৎ করে, মাছের এতো বড় ঝাঁক ধরা পড়ল যে, জাল ছেঁড়ার উপক্রম হল। বাধ্য হয়ে অন্য নৌকায় তাদের যে অংশীদাররা ছিল (যাকোব ও যোহন), তাদের পর্যন্ত ডাকতে পিতর বাধ্য হল। তারা এসে যখন সাহায্য করল, তখন সেই দুটি নৌকা মাছে এমন পূর্ণ হল যে, নৌকা দুটি জলে ডুববার উপক্রম হল। হয়ত পিতরের জীবনে একবারে এতো মাছ ধরার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। আর এই ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের ঈশ্বর জেহোবা যিরি, তিনি যোগানদাতা (আদি ২২:১৪); আর তাই তাঁর সঙ্গে তর্ক না করে, আমাদের দায়িত্ব কেবল তাঁর কথায় বিশ্বাস করা ও তাঁর বাধ্য হওয়া।

৩। পিতরের স্বীকারোক্তি (৮-১০): উপস্থিত সকলে হ্রদের মাছদের উপরে, প্রকৃতির উপরে যীশুর ক্ষমতা দেখে বিস্মত হল। তাদের মধ্যে পিতর ছিল সবথেকে আবেগতাড়িত, সে এই ঘটনার সাক্ষী হয়ে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। এর আগে সে যীশুর দ্বারা সাধিত অনেক অলৌকীক কাজ দেখেছে, কিন্তু এটি ছিল পিতরের জীবনে সেই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত, যে বিষয়ে পিতর ছিল যথেষ্ট আত্ম-বিশ্বাসের অধিকারী, যা ছিল তার জীবিকা, যে বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ছিল চূড়ান্ত। কিন্তু সেই আত্ম-বিশ্বাস, সেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে যখন যীশু তাসের ঘরের ন্যায় ভেঙ্গে ফেললেন, তখন পিতর যীশুকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতে পারল *(personal encounter)*। এর আগে সে যীশুকে দেখেছে, যীশুর কথা শুনেছে, যীশু যে মশীহ সে বিষয়ে সাক্ষ্য লাভ করেছে; কিন্তু এখানে সেই মশীহের সঙ্গে পিতরের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ঘটল। আর তাই বলা হয়েছে, ***"তা দেখে শিমোন পিতর যীশুর হাঁটুর উপরে পড়ে বলল, আমার কাছ থেকে চলে যান, কারণ, হে প্রভু, আমি পাপী"*** (৮ পদ)। এর আগে পিতর যীশুকে ***"হে নাথ"*** (৫ পদ) বলে সম্মোধন করেছিল, যার অর্থ, সম্মানিত ব্যক্তি; কিন্তু এখন পিতর যীশুকে ***"হে প্রভু"*** বলে সম্মোনধন করেছে, যার দ্বারা পিতর যীশুকে তার আরাধ্য ***"ঈশ্বর"*** বলে স্বীকার করেছে। আমরা সেই ছবিকে চিন্তা করতে পারি, যেখানে যীশু সেই নৌকায় বসে আছেন, আর পিতর সকলের সামনে যীশুর হাঁটুর উপর পড়ে নিজের পাপ স্বীকার করছে। নৌকা মাছে পূর্ণ, সামান্য দোলায় হয়ত সেই নৌকা ডুবতে পারে; কিন্তু সে বিষয়ে পিতরের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। কারণ, সে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছে, যিনি সার্বভৌম, কোনও চিন্তাই তাঁর কাছ থেকে পিতরকে দূরে রাখতে পারে না।

অন্যদিকে, পবিত্র ঈশ্বরের মুখোমুখি হয়ে পিতর নিজের পাপময়তা দেখতে পেয়েছে। আমরা যখন অন্য মানুষের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করি, তখন আমরা নিজেদের পাপময়তাকে দেখতে পাই না, নিজেদের যথেষ্ট উত্তম ও ধার্মিক মনে হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা যখন নিজেদের ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত করি, তখন আমরা আমাদের প্রকৃত চেহারা দেখতে পাই, সেদিন যেমন পিতর নিজেকে দেখতে পেয়েছিল। ইয়োব এমন কথা স্বীকার করেছে, ***"আগে তোমার বিষয় কানে শুনেছিলাম, কিন্তু এখন আমার চোখ তোমাকে দেখল। এই জন্য আমি নিজেকে ঘৃণা করছি, ধূলো ও ছাই-এ বসে অনুতাপ করছি"*** (ইয়োব ৪০:৫-৬)। ঈশ্বরের গৌরব দেখার পর যিশাইয় ভাববাদীও একই ধরণের কথা বলেছে, ***"হায়, আমি নষ্ট হলাম, কারণ আমি অশুচি-ওষ্ঠাধর মানুষ"*** (যিশাইয় ৬:৫)। একই কথা অব্রাহাম (আদি ১৮:২৭, ৩০, ৩২), মানোহ ও তার স্ত্রী (বিচার ১৩:২০), প্রেরিত যোহনের (প্রকাশিত বাক্য ১:১৭) প্রতিও প্রযোজ্য।

সার্বভৌম ক্ষমতায় যীশুকে দেখার পর, পিতর হয়ত যে সমস্ত বিষয়ে নিজের পাপ উপলব্ধি করেছিল, তা হল: (১) যীশুকে অনুসরণ করা শুরু করলেও, সে সম্পূর্ণভাবে সেই কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেনি। পারিবার, জীবিকা বা সম্পত্তির পিছুটান তাকে পুরানো ব্যবসায় ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। সে আর্ধেক-হৃদয়ে *(half-heartedly)* যীশুর অনুসরণ করছে। (২) যীশুর কথায় বিশ্বাস করতে সে ব্যর্থ হয়েছে। যীশুর কথায় বিশ্বাস করে জাল ফেলা নয়, কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও যীশুর মান-সম্মানের কথা চিন্তা করে সে জাল ফেলেছে। মাছ ধরার বিষয় সে যীশুর জ্ঞান বা ক্ষমতাকে সন্দেহ করেছে। কিন্তু এখন সে তার সেই পাপ দেখতে পেয়েছে, আর তা দেখতে পাবার পর সে আসল কাজটিই করেছে। সে তার পাপ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

স্বীকার করেছে। নতুন নিয়মে আমরা পিতরের সেই ছবি দেখতে পাই, যে বার বার ভুল করেছে এবং তার সেই ভুল উপলব্ধি করার পর, সে যীশুর কাছে প্রতিবারই ক্ষমা চেয়েছে। যীশুর বিষয় শ্রেষ্ঠ স্বীকারোক্তি করা সত্ত্বেও, যীশুর কী করা উচিৎ, সে বিষয়ে সে যীশুকে নির্দেশ দিয়েছে (মথি ১৬:২২); যীশু যখন তাকে জেগে থাকতে বলেছেন, সে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে; সে আগবাড়িয়ে নিজের আত্মবিশ্বাসের কথা জোর গলায় প্রকাশ করেছে; সে যীশুকে তিনবার অস্বীকার করেছে। এইভাবে সে বার বার পাপে পতিত হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে সে প্রতিবারই উঠে দাঁড়িয়েছে, নিজের পাপ স্বীকার করেছে, চোখের জলে তার পাপ স্বীকার করেছে। ঈশ্বর পিতরের মতো একজন সাধারণ বিশ্বাসীকে (যে নিখুঁত নয়) যীশুর শিষ্যদের মধ্যে নেতা করেছেন; প্রথম মণ্ডলীর নেতা করেছেন; নতুন নিয়মের দুটি পুস্তকের লেখক করেছেন; সাক্ষমরের মৃত্যু গ্রহণ করার সময়, তার মুখ থেকে এমন কথা বলিয়েছেন, *"আমাকে উল্টো করে ক্রুশে দিন, কারণ আমি আমার প্রভুর ন্যায় একই প্রকার মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য নই।"* এর অর্থ, পিতর ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে, তার মধ্যে ধারাবাহিক পবিত্রীকরণ ঘটেছে। আমরা কি পিতরের ন্যায় নির্দ্বিধায় ঈশ্বরের কাছে আমাদের পাপ স্বীকার করি? না কি, তা ঢাকা দেবার জন্য হাজার অজুহাত তৈরী করি? বুঝতে হবে, আমরা কেউই পরিপক্ক নই, কিন্তু সেই পরিপক্কতার উদ্দেশে ক্রমশ এগিয়ে চলেছি, যা ঈশ্বর খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আশা করে থাকেন।

নিজের পাপস্বীকারের পাশাপাশি, নিখুঁত ঈশ্বরের সামনে নিজেকে দেখে, তাৎক্ষণিক যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মানুষ আমরা করে থাকি, তা হল, সেই নিখুঁত পবিত্রতার সামনে আমাদের অযোগ্যতা প্রকাশ। তাই, পিতর যীশুকে এমন কথা বলতে বাধ্য হল, ***"আমার কাছ থেকে চলে যান।"*** আমরা যেন পিতরের এই কথাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করি। পিতর ও তার সঙ্গীরা সেই বিস্তর মাছ দেখে এতো বিস্মিত হয়েছিল (৯ পদ) যে, পিতর কথা হারিয়ে ফেলেছিল, কী বলতে হবে সে বুঝে উঠতে পারেনি। যীশু পিতরকে জানেন, পিতরের কাছ থেকে চলে যাবার জন্য যীশু পিতরকে এমন ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ দেননি; পরিবর্তে পিতরের আরও ঘনিষ্ঠ হবার জন্য। তাই, যীশু পিতরকে বললেন, ***"ভয় কোরো না, এখন থেকে তুমি জীবনের জন্য মানুষ ধরবে"*** (১০ পদ)। যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে, পিতর ভয় পেয়েছে, আর তাই যীশুর শিষ্য হিসাবে তাঁকে অনুসরণ করা থেকে বিরত হবার যে কথা পিতর বলেছে, তার প্রেক্ষিতে যীশু এই কথার দ্বারা পিতরকে সাহস যুগিয়ে বলছেন, ঈশ্বরের শক্তিতে পিতর যীশুর সার্থক অনুসরণকারী হবে। পিতর এতকাল মাছ ধরেছে, কিন্তু সে এবার থেকে মানুষ ধরবে। এতকাল সে মারবার জন্য মাছ ধরেছে, কিন্তু এখন থেকে সে জীবন দেবার জন্য মানুষ ধরবে। এর আগে যীশু তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, ***"আমি তোমাদের মনুষ্যধারী করব"*** (মথি ৪:১৯; মার্ক ১:১৭); কিন্তু এখানে এই আহ্বানের দ্বারা তিনি তাঁর পরিচর্যায় সম্পূর্ণ ভাবে তাদের সামিল করেছেন। অবিশ্বাসীদের কাছে যীশুর সুসমাচার প্রচার করার জন্য, যেন তারা যীশুকে বিশ্বাস করে অনন্তজীবন পায়, তার জন্য যীশু পিতরকে আহ্বান করছেন।

৪। পিতর ও অন্যদের প্রতিক্রিয়া (১১ পদ): ১১ পদে বলা হয়েছে, ***"পরে তারা নৌকা কূলে এনে সকলই পরিত্যাগ করে তাঁর অনুগামী হল।"*** হ্যাঁ, তারা সকলই পরিত্যাগ করে যীশুর অনুগামী হয়েছিল। সেদিন যে বিস্তর মাছ তারা ধরেছিল, তা পরিত্যাগ করে; তাদের জাল পরিত্যাগ করে, তাদের নৌকা পরিত্যাগ করে, তাদের জীবকিা পরিত্যাগ করে, তারা যীশুর অনুগামী হয়েছিল। আমাদের মধ্যে এখনও অনেকে আছেন, যাঁরা এমন কথা বলে থাকেন, *"আমি যীশুকে অনুসরণ করতে পারি, যদি তার জন্য আমাকে কোনও ক্ষতিস্বীকার করতে না হয়।"* আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিশ্বাস করি, তাই তিনি আমাদের সব কিছু দিতে বাধ্য, আমি তার জন্য ব্যক্তিগত কোনও ক্ষতি স্বীকার করতে রাজি নই। এমন কথা বা চিন্তার দ্বারা আমরা "সস্তা অনুগ্রহকে" প্রস্রয় দিয়ে থাকি। আমরা যেন কখনও এমন চিন্তা না করি। ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, এই কারণে নয় যে, তাঁর প্রেম খুব সস্তা, না তা নয়; পরিবর্তে, তিনি তা করেন, কারণ তা অমূল্য। মানুষ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আমরা তার কোনও মূল্য দিতে পারি না।

পিতর সমস্তই পরিত্যাগ করেছিল, সে এমন কথা বলেনি, *"আমি মাস খানেক পরে আপনার অনুগামী হব। কারণ এই সমস্ত মাছ প্রথমে বিক্রি করতে হবে। ভালো দামে আমাদের জাল ও নৌকা বিক্রি করতে হবে। সেই টাকা ব্যাঙ্কে জমা করতে হবে। সমস্ত বিষয় নিরাপদ করতে হবে। তার জন্য তো কিছু সময় লাগবে!''* অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, যীশুতে বিশ্বাসী হতে হলে আমাদের প্রত্যেককে সমস্ত বিষয় ত্যাগ করতে হবে। না, তা নয়। কিন্তু ঈশ্বর যদি আমাদের কাউকে সেই পরিচর্যা কাজে আহ্বান জানান, যার জন্য তা পরিত্যাগ করা প্রয়োজন, তা হলে তা করতে হবে।

আমরা কি আমাদের প্রতিবেশি অবিশ্বাসীদের চিনি, তাদের জন্য প্রার্থনা করি, তাদেরকে যীশুর কথা বলি? আসুন, আমরা আরও পরিপক্ক হই। কারণ, শিশু, যারা অপরিপক্ক, তারা কেবল নিজেদের বিষয় চিন্তা করে, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্করা অন্যদের বিষয় চিন্তা করে। আপনি যদি খ্রীস্টবিশ্বাসী হয়ে থাকেন, তা হলে আপনাকে পরিপক্কতার উদ্দেশে এগিয়ে যেতে হবে। অন্যদের জন্য চিন্তা করতে হবে। অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশায় কেবল বসে থাকা নয়, কিন্তু অন্যদের সাহায্য করতে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আর কত দিন কেবল মুষ্টিমেয় বিশ্বাসী মণ্ডলীর বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করবেন? যখন বিশ্বাসীদের মধ্যে পাঁচ ভাগের একভাগ বিশ্বস্ত ভাবে মণ্ডলীর বিভিন্ন সেবাকাজে অংশ নেয়, উপহার আনে; তখন অন্য চার ভাগ কেবল তাদের সেবা পাবার জন্য বসে থাকে। একে এই ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে, উপাসনা শেষে আমি বললাম, আপনাদের একজনের পিঠের উপর চারজনকে চাপানো হবে, আপনাদের তাদের বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আপনারা সেই কথা শুনে বলবেন, সেটা আমানবিকতার কাজ হবে। কিন্তু তা-ই ঘটে চলেছে। কেবল কয়েকজন কষ্ট করে চলেছে, অন্যদের সেবা করে চলেছে; আর অন্য সকলে তাদের সেবা ভোগ করে চলেছে। কিন্তু এইভাবে যদি চলে, তারা এমন সেবা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, সমস্ত কাজ মুখ থুবড়ে পড়বে। তা হলে, অন্যরা কীভাবে তাদের সেবা পাবে? আসুন, আমরা এগিয়ে আসি, মণ্ডলীর বিভিন্ন পরিচর্যায় অংশগ্রহণ করি। প্রভুর দেওয়া তালন্ত তাঁর রাজ্যের কাজে ব্যবহার করি। খ্রীস্টবিশ্বাস মানে কেবল যীশুকে বিশ্বাস করা আর একদিন স্বর্গে যাওয়া নয়। যীশুকে বিশ্বাস করার পর যতদিন প্রভু আমাদের এই পৃথিবীতে রাখেন, ততদিন আমাদের যীশুতে সেই জীবন উপভোগ করারও সুযোগ দিয়েছেন। আসুন, সেই সুযোগকে অবহেলা না করি!

আপনি এখন মণ্ডলীর কোন্ পরিচর্যার সঙ্গে যুক্ত? আপনি কী ভাবছেন, তা নয়; কিন্তু এখন কী করছেন? যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটা সত্ত্বেও আমরা কখনও তাঁর পরিচর্যা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারি না। লাভ-ক্ষতির হিসাব করার প্রয়োজন নেই। কারণ যীশু বা মণ্ডলীর কাজে অংশগ্রহণের দ্বারা আমরা কখনও কোনও ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারি না (মার্ক ১০:২৯-৩০)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com